জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যৎ, এখনই

মানবাধিকার দিবস

১০ ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রোড়পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মানবাধিকার দিবস ২০২৪ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানুষের সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারই হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা নিশ্চিতের পাশাপাশি, সকলের নিরাপত্তা বিধান এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখে। ১৯৪৮ সালের এই দিনে মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় প্রতিনিয়ত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। দেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে কমিশনের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। সমাজে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বের সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় সবলকে সোচ্চার হতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি গণমুখী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন দাখিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানবাধিকার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রেরণ; মানবাধিকার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন জেলার কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন, শিশু ও নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে হবে। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষভাবে কার্যকর অবদান রাখবে—এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানবাধিকার মানুষের সহজাত ও জন্মগত অধিকার। এই অধিকারগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঐতিহাসিক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। সে থেকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। মানবাধিকার দিবসে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মানবাধিকারকে সুসংহত ও সুরক্ষিত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। সকল মানুষের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে সব ধরনের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানাই। আমরা সম্মিলিতভাবে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক। একটি মানবিক ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। দেশে সকল পর্যায়ে মানবাধিকার চর্চা ও জ্ঞান বিনিময় অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রয়োজনীয় গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে এবং বিস্তৃত পরিসরে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি।

আজকের এ দিনে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের সকল ধরনের আন্তরিক প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্বের সকল মানুষ নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বাঁচুক— এই প্রত্যাশা করি।

মানবাধিকার দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপদেষ্টা
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় মানবাধিকার দিবস উদযাপন হচ্ছে। মহান এ দিবস উপলক্ষ্যে সবলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মানবাধিকার শাশ্বত, সর্বজনীন, সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ ৭৬ বছর আগে আজকের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা মানবাধিকারের ধারণাটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মানবাধিকার সমুন্নত রেখে বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়তে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। মানবাধিকার সুরক্ষার তাগিদে সম্প্রতি গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যন্য পদক্ষেপ হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানবাধিকারকে আরও সুরক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার দিবসে আমি বিশ্বের সকল প্রান্তের নিগৃহীত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি; পৃথিবীর সব মানুষের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে মানবাধিকার সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে সবলকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামী মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

Asif Nazrul

ড. আসিফ নজরুল

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারও প্রতি কোনো বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোনো প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ভিন্নদেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাপ্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে 'মানবাধিকার দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সবলকে শুভেচ্ছা জানাই। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের উষালগ্নে মানবাধিকার দিবস পালনের গুরুত্ব নতুন মাত্রায় উপনীত হয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার সকল প্রকার বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিরসন করতে বদ্ধপরিকর। প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এই সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মানবাধিকার হলো ক্ষুধা ও ভয় থেকে মুক্তি এবং স্বাধীনতা। মানবাধিকার সুরক্ষা না পেলে কোনো দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হয় না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একটি দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনের সার্বিক কাজকে বেগবান করার জন্য সরকারসহ সকল অংশীজনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি 'মানবাধিকার দিবস ২০২৪'-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

আজ ১০ ডিসেম্বর, মানবাধিকার দিবসে আসুন সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' (Universal Declaration of Human Rights) গৃহীত হয়, যা মানবজাতির অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে মানবাধিকার সমুন্নত ও সুরক্ষিত রাখতে দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সবলকে স্মরণ রাখার আহ্বান জানাই।

মানবাধিকার সর্বজনীন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকারগুলো মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সকল ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যক্রম, সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে জনসাধারণ ও মানবাধিকার কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়তা প্রয়োজন। এটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বদা প্রতিটি নাগরিক এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দৃঢ়তার সাথে কাজ অব্যাহত রাখবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার সংস্কৃতি রক্ষায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মানবাধিকারকে সম্মান প্রদর্শন এবং চর্চার মাধ্যমে সমাজে মানবিক মর্যাদা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়নমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

মানবাধিকার দিবসের সকল কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

সেবাস্টিন রেমা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে। মানুষের জীবন, অধিকার, সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। অধিকারগুলো কখনো কেউ কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ও কেন

মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার ও আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। দেশে দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ জারির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ দ্বারা ২০১০ সালের ২২ জুন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ বাংলাদেশ যার পক্ষভুক্ত, ইত্যাদি দলিলপত্রে এই এখতিয়ার সংরক্ষিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা-১২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতাবলে যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (suo moto) অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে;
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় স্বীকৃত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- মানবাধিকারবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের ওপর গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়বিধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;
- প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- আপসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোনো অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
- মানবাধিকার সংক্রান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ সেবাপ্রার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় বা আইনগত কার্যধারায় প্রয়োজনে পক্ষ হয়ে প্রতিবন্ধিতা করা বা ভুক্তভোগীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

কে অভিযোগ করতে পারেন?

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের দেশি বা বিদেশি যে কোন ব্যক্তি কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রামের বা শহরের, সমতলের বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ধনী, গরিব, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যে কেউ কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা তাঁর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ করতে পারেন। অবস্থা বিবেচনায় কমিশন স্ব-উদ্যোগেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কী ধরনের অভিযোগ করা যায়?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে যে অধিকারগুলো সব নাগরিককে দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন হলে বা লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হলে বা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বর্ণিত অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়। কেউ যদি মনে করেন, মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে তাঁর জীবন, সমতা ও মর্যাদার যে অধিকার পাওনা আছে তা ক্ষুণ্ন হয়েছে কিংবা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোনো জনসেবক বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মানবাধিকার (জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার) লঙ্ঘন করা হয়েছে বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বা এসব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা হয়েছে তাহলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়।

কীভাবে অভিযোগ দাখিল করবেন?

কমিশনের নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে, কমিশনের অফিসে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক মারফত, ফ্যাক্স অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো যায়। অভিযোগের সাথে অন্যান্য কাগজপত্র, ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করবেন কীভাবে?

অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়ারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য ভিজিট করুন: http://cms.nhrc.org.bd/ এরপর পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

অভিযোগ দেওয়ার পর কী হয়?

(১) অভিযোগ গ্রহণ করার পর কমিশনের যাচাই-বাছাই কমিটি অভিযোগটির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখবে;
(২) যাচাই-বাছাই কমিটি যদি দেখে যে আবেদনটি কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে তাহলে অভিযোগকারীর কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শসহ অভিযোগকারীকে জানাবে;
(৩) অভিযোগটি কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে হলে কমিশন অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে;
(৪) তদন্তে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় প্রকাশ পায় তাহলে কমিশন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধীটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে;
(৫) মধ্যস্থতা সফল না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা দায়ের করার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে

মনে রাখবেন

(১) অভিযোগ করা বা অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, অভিযোগ করার আগে পরামর্শ করা ইত্যাদির জন্য অভিযোগ দায়ের থেকে নিষ্পত্তির কোনো পর্যায়েই কোনো আর্থিক লেনদেন/খরচ করার প্রয়োজন হয় না।
(২) কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেন তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাগরিকের মর্যাদা, সম্মান, সমতা ইত্যাদির অধিকার লঙ্ঘন করতে না পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

মো. আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন